লোক কল্যাণ পরিষদ

২৮/৮, লাইব্রেরী রোড ,

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক

দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন

পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা

এক বৎসর	৬০ টাকা
দুই বৎসর	১০০ টাকা

M.O.

বর্ষ - ২১ ● সংখ্যা - ২০ ● ১লা জানুয়ারী ২০১৩ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

অল্প কথায়

কাজলা উদ্যোগ

বার্তা প্রতিনিধি: কাজলা জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ১৫টি বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে প্রশাসনিক সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গেল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-১, কাঁথি-৩ এগরা ও মহিষাদল ব্লকে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় বাল্য বিবাহগুলি বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন সমিতির সম্পাদক স্বপন পন্ডা। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, কাজলা জনকল্যাণ সমিতি দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে গ্রামে গ্রামে সচেতনতা সভা ও প্রচারাভিযান এবং প্রতিরোধ কর্মসূচি সংগঠিত করে চলেছে। এর ফলে ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে সাধারণ মানুষ। চেতনার বিকাশ ঘটছে। তারই ফলশ্রুতিতে সাফল্য পাচ্ছে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের মত সামাজিক কর্মসূচি।

গরীব বরাদ্দ

বার্তা প্রতিনিধি: দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবারগুলির সাহায্যার্থে ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষে বিভিন্ন প্রকল্পে ২৯,১৫১.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। এর মধ্যে ইন্দিরা আবাস যোজনা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১১ হাজার ৭৫ কোটি টাকা। স্বর্ণজয়ন্তী স্ব-রোজগার যোজনার জন্য ৩ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা। জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ ৮,৪৪৭.৩০ কোটি টাকা। স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮১৪.৫৯ কোটি টাকা। ৬.৫২ কোটি বি পি এল পরিবারের জন্য দেওয়া হবে খাদ্যশস্য যার মধ্যে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার অন্তর্গত ২.৪৩ কোটি পরিবার রয়েছে। এই পরিবারগুলিকে মাসে ৩৫ কিলোগ্রাম করে চাল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য দেওয়া হবে।

সেতু তৈরি

বার্তা প্রতিনিধি: আদি গঙ্গা সংস্কারের পাশাপাশি প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ই এম বাইপাস সম্প্রসারণ সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় নির্মাণ করা হচ্ছে ১১টি সেতু। গড়িয়া থেকে সূর্যপুর পর্যন্ত আদি গঙ্গার উপরে ইতিমধ্যে এই সেতু তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। আদি গঙ্গার ধার দিয়ে বাইপাস ও নতুন সেতুগুলি তৈরির ফলে জেলার পরিবহন ব্যবস্থাও গতিশীল হবে বলে আশা করা যায়।

পুরুলিয়ায় প্রাণী পালন সপ্তাহ

মনীন্দ্রনাথ মাহাত: পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লকের জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁড়গা সংসদের হাটতোলাতে ১৯ নভেম্বর, ২০১২ পালিত হল ষোড়শ জাতীয় প্রাণী সম্পদ বিকাশ সপ্তাহ।

এই উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সমষ্টি প্রাণীসম্পদ বিকাশ আধিকারিক ডা: বাসুদেব দত্ত ব্লকে প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। হাঁস মুরগীর ডিমের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাংসের চাহিদা বৃদ্ধির কথাও তিনি তুলে ধরেন। লোক কল্যাণ পরিষদের জেলা কো-অর্ডিনেটর তাপস ভট্টাচার্য বলেন, আগামী দিনে গ্রামের গরীব মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাণী পালন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই প্রাণী পালনই একটি পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা দিতে পারে। কারণ

গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি ও পশুপালনের বিকল্প কোন ধারা আজও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তিনি স্বনির্ভর দলের সদস্যদেরও প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এই আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও পশুপালন কর্মাধ্যক্ষ শ্রী পরীক্ষিৎ মাহাত, জয়পুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মেঘনা পাল, জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতি রেখা চক্রবর্তী। উপস্থিত সকলেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে পশুপালনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে প্রাণী পালনে স্বনির্ভর দলের সদস্যদের উৎসাহিত হবার আহ্বান জানান। জয়পুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্বনির্ভর দলের সদস্য সহ অন্যান্য মহিলারা এই সভায় অংশ নেন। প্রাণী পালন সপ্তাহ উপলক্ষে গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর টিকাকরণ করা হয় এবং সংকর বাকনা বাছুর ও সংকর গাভীর প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

পাথরপ্রতিমায় সচেতনতা অভিযান

নাসিরুদ্দীন গাজী: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ রায়পুর নরেন্দ্রনাথ হাই স্কুলে অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে একটি চেতনা অভিযান ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কোলকাতার 'অ্যাপিল' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই চেতনা অভিযানে প্রায় তিনশ' অসংগঠিত মানুষ অংশগ্রহণ করেন।এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমা বিধানসভার বিধায়ক সমীর কুমার জানা, দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরা, দক্ষিণ রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চন্দনা মন্ডল, দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মীরা মন্ডল, ঢোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাহেলী মীর, দিগম্বরপুর সারদাময়ী স্মৃতি সংঘের সম্পাদক চন্দন ত্রিপাঠি, প্রতিকার সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক মিজানুর রহমান এবং অ্যাপিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমাজকর্মী স্বপ্না ত্রিপাঠি প্রমুখ।

চেতনা অভিযানের সূচনা করে স্বপ্না ত্রিপাঠি বলেন, অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প থাকলেও শ্রমিকরা সেই প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছেন না। কারণ তারা সেই সুযোগ পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন নন। সরকারের পক্ষ থেকে এধরনের প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে জানাবার জন্য কোনওরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয় না। তিনি এ ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতার কথা তুলে ধরেন। এমন কি গ্রামের মানুষরা পঞ্চায়েতে গিয়েও এ ধরনের প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন না। কারণ পঞ্চায়েতের কাছেও এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির পাথরপ্রতিমা ব্লক সম্পাদক সহদেব মান্না বলেন, অসংগঠিত শ্রমিকরা সত্যিই আজ বঞ্চিত। তারা জীবন ধারনের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত বঞ্চিত মানুষদের জন্য কিছুই করা হয় না। তিনি সকলকে সংগঠিত করে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়ে গিয়ে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ আদায় করে দেওয়ার উপর জোর দেন। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা বলেন, সমস্ত মানুষকে তার প্রাপ্যটা পাইয়ে দেওয়া আধিকারিক থেকে জনপ্রতিনিধি সকলের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব থেকে আমরা নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলেই সরকার ও জনসাধারনের মধ্যে একটি বিরাট ফাঁক তৈরি হচ্ছে। এর ফলে শ্রমজীবী মানুষরাই বঞ্চিত হচ্ছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ঋণ মকুবের আশায় তাঁত শিল্পীরা

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যের ৫০ হাজার তাঁত শিল্পীর ঋণ মকুব করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এর জন্য রাজ্য সরকার ১০ কোটি ও কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। রাজ্যের প্রায় ৫০০ তন্তুবায় সমিতির মাধ্যমে যে সমস্ত তাঁত শিল্পী ঋণ নিয়েছিলেন তাদের ঋণ মকুব করার কাজ চলছে। এই সমস্ত সমিতির মধ্যে রয়েছে শীর্ষ তন্তুবায় সমিতি, প্রাথমিক তন্তুবায় সমিতি, হস্ত তাঁতশিল্পীদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, হস্ত তাঁতশিল্পীদের যৌথ দায়বদ্ধ গোষ্ঠী। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্ত তাঁতশিল্পীরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তাঁরাও এই ঋণ মকুবের আওতায় আসবেন। রাজ্যের ১৯টি জেলার তাঁতশিল্পীরাই এই সুবিধা পাবেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁতশিল্পীদের ঋণ মকুবের উর্দ্ধসীমা রাখা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। ঋণ মকুবের

এরপর পাঁচের পাতায়

কর্মবীর সম্মান

বার্তা প্রতিনিধি: 'ইন্টারন্যাশানাল কনফেডারেশন অফ এন জি ও'র উদ্যোগে ২৬ শে নভেম্বর ২০১২ নয়াদিল্লির জেসাস অ্যান্ড মেরী কলেজের অডিটোরিয়ামে ৩ দিন ব্যাপী পালিত হল গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডস ফর সোসাল জাস্টিস অ্যান্ড সিটিজেন অ্যাকশান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির অধীনে 'সিভিল সোসাইটি কর্মবীর পুরস্কার ওম্যান এমপাওয়ারমেন্ট, ২০১২' শীর্ষক অনুষ্ঠানে মহিলাদের স্বশক্তিকরণের জন্য কর্মবীর পুরস্কারে সম্মানিত হলেন লোক কল্যাণ পরিষদের অধিকর্তা ড: বিবেকানন্দ সান্যাল। পশ্চিমবঙ্গের

এরপর পাঁচের পাতায়

বড় ক্রিকেটার হওয়া গনেশ ডোমের স্বপ্ন

নাসিরুদ্দীন গাজী: মরা পোড়ানোর আগুনের লেলিহান শিখায় গনেশ ডোম আজও তার স্বপ্নকে পুড়ে যেতে দেয়নি। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট খেলার শখ বার্ণপুরের শঙ্কর ডোমের ছেলে গনেশ ডোমের। বাবার সঙ্গে মরা পোড়ানোর ফাঁকেই ক্রিকেটের হাতে খড়ি। তারপর থেকে ধীরে ধীরে অনুশীলনের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছে ১৬ বছরের গনেশ। কোলকাতার আই সি আই ক্লাবে খেলার সুযোগ, গড়ের মাঠে প্র্যাকটিসের সুযোগ, দ্বিতীয় ডিভিশন দলে ট্রায়াল দিয়ে নির্বাচিত হওয়া, অনুর্দ্ধ ১৬ রাজ্য দলের প্রশিক্ষণ শিবিরে ডাক পাওয়ার পর প্রখ্যাত ক্রিকেটার ডেভ ওয়াটমোরের টিপস্ গনেশকে একজন পরিণত ক্রিকেটার রূপে বেশ কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে।

বার্ণপুরের নিকটস্থ কালাঝড়িয়া শ্মশান ঘাটের লাগোয়া একটি কুঁড়ে ঘরেই গনেশদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। বাবা-মা, দুই ভাই, এক বোনের সংসারে একমাত্র রোজগেরে বাবাকে মরা পোড়ানোর কাজে সাহায্য করতে হয়। আর্থিক অনটনের ফলে মাধ্যমিক পাশ করার পর গনেশকে আর স্কুলে

এরপর পাঁচের পাতায়

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর

উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ

সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

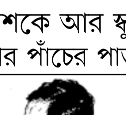

সম্পাদকীয়

জাতীয় লজ্জা

আমরা লজ্জিত, ব্যথিত, শোকস্তব্ধ। এই লজ্জা কারুর একার নয়, দশের লজ্জা, দেশের লজ্জা। ভারতীয় সভ্যতার অহঙ্কারের মুখোশটাই খুলে গেল। পাশবিক অত্যাচারের কালিমায় ঢাকা পড়ে বিপন্ন হল সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ছয় উন্মত্তের নির্মম পাশবিকতার কাছে মেয়েটির ১৩ দিনের জেদ, সাহস ও মনের জোর হার মানলেও জাগ্রত হয়েছে গণ চেতনা। প্রতিবাদে, প্রতিরোধে উত্তাল হয়েছে রাজধানী। আমজনতার ধিক্কারে মুখর হয়েছে গোটা দেশ।

সরকার ও প্রশাসনকে সজাগ করতে এমনটাই দরকার ছিল। ঢিলেঢালা প্রশাসনিক ব্যবস্থা যে দুর্বৃত্তায়নের সহায়ক হয়ে মানুষকে অসহায় করে তোলে সেটা জানা উচিত ছিল সরকার ও প্রশাসনের। তেইশ বছরের এই তরুণী তার জীবন দিয়ে সরকার ও প্রশাসনের স্থবির বিবেককে এক বিরাট ধাক্কা দিয়ে গেল।

কঠোর হোক সরকার। দৃঢ় হোক প্রশাসন। ত্বরান্বিত হোক বিচার ব্যবস্থা। সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটিত হোক দু:শাসনেরা। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে সরকার প্রমাণ করুক - আমরাই পারি, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাওয়া একটি জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে। আমরাই পারি, গোটা দেশের মানুষকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে। আমরাই পারি, মহিলাদের অধিকারের পূর্ণ মর্যাদা দিতে। আমরাই পারি ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে।

জননী সংঘের পরিকল্পনা সফল করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে

নাসিরুদ্দিন গাজী: পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ী ব্লকের বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০০ টি স্বনির্ভর দল নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বালিতোড়া জননী সংঘ। এখানে ১১টি সংসদে রয়েছে ১১টি উপসংঘ। বালিতোড়া জননী সংঘ তাদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণের লক্ষ্যে উপসংঘের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে থাকে। মাসিক চাঁদার পরিমাণ গোষ্ঠী প্রতি কুড়ি টাকা। সরকারি নিয়মানুযায়ী সংসদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পদাধিকারীরাই উপসংঘ গঠন করে। উপসংঘের পদাধিকারীরা পরবর্তীতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সংঘ গঠন করে। সংঘে বর্তমানে ১১টি সংসদের তথা উপসংঘের ১১০০ সদস্য আছেন। সংঘের কাজকর্মের পরিচালনায় ২২জনের একটি কার্যকরী কমিটি রয়েছে। বালিতোড়া জননী সংঘের সভানেত্রী হলেন রীনা মিত্র, সম্পাদিকা চৈতালী রায় এবং কোষাধ্যক্ষা দুলালি হেমব্রম।

সংঘ ভবনের জন্য ডি আর ডি সি ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দ করেছে। বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সংঘ ভবন তৈরির জায়গা দিয়েছে। সংঘ ভবন তৈরির কাজ দ্রুত শুরু হবে। সংঘের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পদাধিকারীদের দল পরিচালনা, খাতাপত্রের হিসাব নিকাশ গোষ্ঠীগুলিকে গ্রেডিং-এ বসানোর প্রস্তুতি নেওয়া, নতুন গোষ্ঠী গঠন সহ বিভিন্ন কাজকর্ম চলছে। এ প্রসঙ্গে বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদকর্মী (স্বনির্ভর গোষ্ঠী দেখাশোনার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি) চৈতালী রায়, বাসবী দে-রা বলেন, "সংঘ গঠন হওয়ার পর স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, সহযোগিতা এবং সমস্যাগুলির সমাধান করা খুবই সহজ হয়েছে। উপসংঘ অনুযায়ী সমস্যাগুলি সংঘের মাসিক সভায় আলোচনা হয়। তারপর জটিল সমস্যাগুলি মাসের দ্বিতীয় শনিবার গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভায় তোলা হয়। তারপর ডি আর পি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সুপারভাইজাররা তো আছেনই।"

ইতিমধ্যে, বালিতোড়া জননী সংঘ ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে কাজকর্মের পরিকল্পনা সাঁতুড়ী ব্লকের বিডিও-র মাধ্যমে ডি আর ডি সি-র প্রকল্প আধিকারিকের কাছে জমা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংঘের কোষাধ্যক্ষ দুলালি হেমব্রম প্রতিবেদককে জানান, আমরা উপসংঘ ভিত্তিক পরিকল্পনাগুলি একত্রিত করে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার সংঘ পরিকল্পনা জমা দিয়েছি। ডি আর ডি সি-র প্রকল্প আধিকারিকের অনুমোদন পেলে এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি উপকৃত হবে। সংঘের সম্পাদিকা চৈতালী রায় বলেন, ১১টি সংসদের শতাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রায় ১১০০ পরিবার এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে। তাছাড়া, এলাকার অন্যান্য পরিবারগুলিও উপকৃত হবে। এই কাজ শুরু হলে যাঁরা গোষ্ঠী গঠন করেনি তারাও গোষ্ঠী তৈরিতে আগ্রহী হবে।

বালিতোড়া 'জননী সংঘে'র অন্তর্গত ১০০ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের বাড়ীতে সবজি বাগান করার উদ্যোগ নিয়েছেন। রাসায়নিক সার, কীটনাশক কমিয়ে জৈব সার তৈরি করে সবজি চাষের পরিকল্পনা একদিকে যেমন পরিবেশ সুরক্ষার সহায়ক হবে, তেমনি অন্যদিকে শরীরে পুষ্টির মাত্রাও বাড়বে। তাই এই সবজি বাগানগুলিকে ওরা পুষ্টিবাগান রূপেই প্রচার করতে চান। এর জন্য প্রশিক্ষণ, তদারকি এবং জৈব সার (ভার্মি কম্পোস্ট, কম্পোস্ট, তরলসার) তৈরির জন্যও বাজেট রেখেছেন।

পুরুলিয়া জেলায় জলের সংকট তীব্র। তাই সারা বছর সবজি চাষ সম্ভব নয়। সেজন্য কম জলে সারা বছর সবজি চাষ করতে 'কলসী সেচ' এর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১১টি উপসংঘ থেকে ১টি করে দলকে বাছাই করে কলসী সেচ চালু করা হবে। এর জন্য প্রশিক্ষণ, উপকরণ ইত্যাদি বাবদ বাজেটও ধরা হয়েছে। সংঘের এই প্রচেষ্টা সফল হলে এখানে কলসী সেচ একটি মডেল রূপেও উঠে আসতে পারে।

পতিত জমির পরিমাণ বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কম নয়, অনুর্বর পতিত জমিগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে অড়হর চাষেরও পরিকল্পনা করা যেতে পারে। অড়হর ডাল পাওয়া যাবে। মিলবে জ্বালানী এবং পশুখাদ্য। তাছাড়া অনুর্বর জমিতে কয়েকবার অড়হর ডাল চাষ করলে জমিটিও উর্বর হয়ে যাবে। তাই তারা প্রথমত: ১১টি সংসদের ১১টি গোষ্ঠীকে এই চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া, সচেতনতা বাড়ানো ও উপকরণ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

বালিতোড়া জননী সংঘের বার্ষিক পরিকল্পনায় পুকুর ঘিরে চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রত্যেকটি সংসদের একটি করে পুকুরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে পুকুরে মাছ, হাঁস ইত্যাদি এবং পাড়ে সবজি ও ফল চাষ করার ভাবনা চিন্তা চলছে এবং এ বিষয়ে বাজেট সহ পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

নদীর পাড়, রাস্তার ধার, খাস জায়গা, পতিত জায়গা অঢেল। এই সমস্ত জায়গায় গাছ লাগানোর জন্য নার্সারী তৈরির পরিকল্পনাও করা হয়েছে। তাছাড়া, নার্সারী তৈরি করে চারা গাছের ব্যবসার মাধ্যমে অনেক বাড়তি অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে। এজন্য প্রত্যেকটি সংসদের একটি করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ, তদারকি এবং উপকরণ দেওয়ারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

দেশী মুরগীর পরিবর্তে উন্নত প্রজাতির মুরগী পালনের পরিকল্পনাও করা হয়েছে। আছে খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁস পালন করে বাড়তি অর্থ উপার্জন করার পরিকল্পনা। তাছাড়া মাছ চাষের মাধ্যমে পরিবারের অর্থ উপার্জন করার পরিকল্পনাও আছে। প্রত্যেকটি সংসদের একটি করে গোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হবে। জননী সংঘ তাদের পরিকল্পনা ও বাজেটে প্রশিক্ষণ, তদারকি, উপকরণ দেওয়া সবই রেখেছে।

এলাকায় অনেক পরিবার ছাগল-গরু পালন করে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু রোগে প্রাণী সম্পদ শেষ হয়ে যায়। তাই

এরপর ছয়ের পাতায়

প্রসূতি মায়েদের উৎসাহভাতা প্রদান

বার্তা প্রতিনিধি: সুস্থ মা, সুস্থ শিশু, সুস্থ শহর এই শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রায় বছর খানেক আগে কাজে নেমেছিল বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া পুরসভা।

সাঁইথিয়া পুরসভার পক্ষ থেকে ৬৮ জন প্রসূতি মায়েদের হাতে নগদ এক হাজার টাকার পুষ্টিকর খাবার, পানীয় জল এবং শিশু পরিচর্যা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে সাঁইথিয়া পুরপ্রধান বীরেন্দ্র পারেখ বলেন, 'পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে মায়েদের এই উৎসাহভাতা দেওয়া হল। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে মায়েরা নিজেরা সুস্থ থেকে সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারেন।

প্রথমে আমরা অন্ত:সত্ত্বা মায়েদের চিহ্নিত করি এবং তাদেরকে সাঁইথিয়া পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়ে পরিচর্যার মাধ্যমে রাখা হয়। ৬৮ জনের পাশাপাশি এবারও ১৬৪ জন অন্ত:সত্ত্বা মহিলাকে এখন থেকেই চিহ্নিত করে স্বাস্থ্যকর্মীদের দেখভালের মধ্যে রাখা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে তারা সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারেন।'

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য সাঁইথিয়া শহরের ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫২৮১ জন বি পি এল তালিকাভুক্ত। পুরপ্রধান বীরেন্দ্র পারেখের দাবী, দেড় বছরে সাঁইথিয়া শহরে একজন শিশুও অপুষ্টিতে মারা যায়নি। কোন প্রসূতি মায়েরও মৃত্যু হয়নি।

দরপত্র পুনর্বার আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি

শ্যামপুর - আই সি ডি এস প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে শিশুখাদ্য ও ওষুধপত্র পরিবহন করার জন্য এবং এই দ্রব্যগুলি গুদামজাত করার জন্য 'স্টোরিং এজেন্ট' ও 'পরিবহন এজেন্ট'দের থেকে সীল করা দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আগামী ৩১/১২/২০১২ তারিখ থেকে ২১/০১/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত, সকল কর্মদিবসে, দুপুর ১২-০০টা থেকে বিকাল ৩-০০টা পর্যন্ত, নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে, সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী সহ দরপত্রের নির্দিষ্ট বয়ান পাওয়া যাবে।

শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
শ্যামপুর-১ আই সি ডি এস প্রকল্প

স্মারক সংখ্যা .... ১০৯১(২) হাওড়া/জেলা তথ্য, তারিখ-২৪/১২/১২

গ্রামবাসীদের জন্য বাস পরিষেবা

রাজীব চৌধুরী: পুরুলিয়ার মধুকুন্ডা রেলস্টেশন নিকটস্থ বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস যায় দামোদর সিমেন্ট ওয়ার্কস পেরিয়ে টাউনশীপ পর্যন্ত। প্রতিদিন ট্রেনের সময়সূচি অনুসরণ করে বাস আসা যাওয়া করে। এ বাসে প্যাসেঞ্জার আছে, হেল্পার আছে, গাড়ী চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভারও আছে। নেই শুধু কন্ডাক্টর। আর নেই টিকিট কাটার ঝামেলা।

এই বাস পরিষেবাটি দামোদর সিমেন্ট ওয়ার্কস অর্থাৎ এ.সি.সি সিমেন্ট কোম্পানীর। কারখানার পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেদের বিভিন্ন কাজকর্মে বাইরে যেতে হয়, ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন স্কুল-কলেজে যায়। তাই তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কারখানার পক্ষ থেকে এই বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান কোম্পানীর সি এস আর প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সৈকত রায়। এখানে বিভিন্ন পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয় বলে শ্রী রায় জানান।

কোম্পানীর বাস পরিষেবার ফলে দুমদুমি, শাশপুর, কাপাসডাঙ্গা, বাকুলিয়া গ্রামের মানুষরা যথেষ্ট উপকৃত। তারা নিজেরাও এ কথা স্বীকার করেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, গ্রামবাসীদের এমনই বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার কথা মাথায় রেখে দামোদর সিমেন্ট ওয়ার্কস ও লোক কল্যাণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে 'দিশা' প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

মিড ডে মিল সম্পর্কে জানুন

প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি সহায়তা প্রদানের জাতীয় কর্মসূচি **মিড ডে মিল** প্রকল্প রূপে পরিচিত। এই জনপ্রিয় প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৫ সালের ১৫ই আগষ্ট চালু করে।

মিড ডে মিল প্রকল্পের লক্ষ্য:

- সরকারি, স্থানীয় স্বশাসিত ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির পরিমাণ বাড়ানো।
- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর গরীব ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার লক্ষ্যে উৎসাহদান এবং ক্লাসের পড়াশোনায় মনসংযোগ ঘটানো।
- খরাপ্রবণ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি সহায়তা প্রদান।

রান্না করা মিড ডে মিল/আহার এ পুষ্টির পরিমাপ

পুষ্টির গুণ	প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠরতদের পুষ্টি সহায়তা প্রদান জাতীয় কর্মসূচি বিধি, ২০০৪ অনুসারে	প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠরতদের পুষ্টি সহায়তা প্রদান জাতীয় কর্মসূচি বিধি, ২০০৬ অনুসারে
ক্যালোরি	৩০০	৪৫০
প্রোটিন	৮-১২ গ্রাম	১২ গ্রাম
যথাযথ অনুপুষ্টি	যথাযথ অনুপুষ্টি কিছু বলা হয়নি।	যথাযথ অনুপুষ্টিতে আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-এ প্রভৃতি থাকবে।

খাদ্যের পরিমাপ

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	মাথাপিছু দৈনিক পরিমাপ	
		প্রাথমিক	উচ্চ প্রাথমিক
১	খাদ্য শস্য	১০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম
২	ডাল জাতীয় দু'ধরনের শস্য	২০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
৩	তরকারি (শাকসবজি সহ)	৫০ গ্রাম	৭৫ গ্রাম
৪	তেল / ঘি	৫ গ্রাম	৭.৫ গ্রাম
৫	লবণ ও মশলা	প্রয়োজন অনুসারে	প্রয়োজন অনুসারে

প্রতি স্কুলে মাথাপিছু দৈনিক রান্নার খরচ -

ধাপ	মোট খরচ
প্রাথমিক	৩.৩৩ পয়সা
উচ্চ প্রাথমিক	৪.৬৫ পয়সা

রাঁধুনি এবং সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োগ করার পদ্ধতি -

(ক) ২৫ জন ছাত্রছাত্রী পিছু একজন রাঁধুনি ও সাহায্যকারী।
(খ) ২৬-১০০ জন ছাত্রছাত্রী পিছু দু'জন রাঁধুনি ও সাহায্যকারী।
(গ) ১০০ ছাত্রছাত্রীর অতিরিক্ত হলে একজন অতিরিক্ত রাঁধুনি ও সাহায্যকারী।

- স্থানীয় স্তরে তত্ত্বাবধান করার ব্যবস্থা থাকা বিশেষ জরুরী।

সংসদ বা গ্রাম স্তরে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে কারা থাকবেন -

- গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি/গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য।
- গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য, পিতা-শিক্ষক সমন্বয় সমিতি, মাতা কমিটির সদস্য।

কোন কোন বিষয় তত্ত্বাবধান করবেন -

- ছাত্রছাত্রীদের যে মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে তা নিয়মিত এবং স্বাস্থ্যসম্মত কিনা?
- মিড ডে মিলের রান্না এবং পরিবেশনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হচ্ছে কিনা?
- রান্নার জন্য ভাল মানের উপকরণ, জ্বালানি প্রভৃতি সময়মত পাওয়া যাচ্ছে কিনা?
- খাদ্য তাকিলায় প্রত্যেকদিন একই খাদ্য না রেখে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দেওয়ার জন্য যে নির্দেশ রয়েছে তা যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা?
- সামাজিক লিঙ্গ সমতা রক্ষা করা হচ্ছে কিনা?
- এই বিষয়গুলি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা প্রত্যেকদিন তত্ত্বাবধান করা উচিত।

তথ্যের অধিকার আইন অনুসারে তথ্য প্রদর্শন -

- প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের গুণগত মান, কত তারিখ পাওয়া গেছে?
- কত পরিমাণ খাদ্যশস্য ব্যবহার করা হয়েছে?
- অন্যান্য মালপত্র কতটা কেনা হয়েছে এবং কতটা লেগেছে?
- কত ছেলেমেয়েকে মিড ডে মিল দেওয়া হয়েছে?
- এই কর্মসূচিতে যুক্ত থাকা অঞ্চল সদস্যদের তালিকা।
- স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে মিড ডে মিল কর্মসূচি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জনসাধারণকে জানানোর জন্য নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে রাখা।
- মিড ডে মিলের তত্ত্বাবধানের কাজে গ্রামবাসী, স্বনির্ভর দল, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং পঞ্চায়েতকে এগিয়ে আসতে হবে।

ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য শিবির

বার্তা প্রতিনিধি

পুরুলিয়া জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি চিকিৎসক দল গঠন করেছেন। যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসার জন্য অনেক পথ হাঁটতে হয়, সেক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেবে ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল। ঝালদা ২ ব্লকের টাটুয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতি বুধবার ৮-১০ জন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি দল প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সহ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেবার জন্য উপস্থিত থাকেন।

পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে কোগ্রাম

বার্তা প্রতিনিধি: পল্লী কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাড়ি বর্ধমান জেলার কোগ্রামে। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বাড়ী আজও আছে। বৈষ্ণব কবি চৈতন্য মঙ্গলের রচয়িতা লোচন দাসের জন্মস্থান কোগ্রাম। তাঁর সমাধিও রয়েছে। প্রতিবছর তাঁর স্মৃতিতে উৎসব হয়। সতীর ৫১ পীঠের এক পীঠ এই কোগ্রাম। মঙ্গলচন্ডীও বিরাজ করছেন এখানে।

কোগ্রামের পাশেই নতুনহাটের হুসেন শাহ এর মসজিদ। পুরাকীর্তিটি সংরক্ষণের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। পাশেই রয়েছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মঙ্গলকোট। ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে কোগ্রাম জুড়ে। পাশেই বাদশাহী সড়ক। অজয় ও কুনুর নদী দু'টিতে দুই কবির নামে সেতু হয়েছে। লোচন দাস সেতু ও কুমুদ সেতু। এই সেতুর ফলে এলাকার গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে।

নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই সমস্ত স্থান এখন অজয় নদের গ্রাসের অপেক্ষায় রয়েছে। সরকার কিছুটা অংশ পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। কবির তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ মল্লিক পিতার স্মৃতি আগলে ওই বাড়িতেই থাকতেন। কবির বাড়ি, লোচন দাসের সমাধি ও মঙ্গলচন্ডী মন্দিরের মাত্র কয়েক মিটার দূরে অজয় ও কুনুর নদী প্রবাহিত। লোচন দাসের মূল সমাধি নদী গর্ভে অনেকদিন আগেই বিলীন হয়ে গেছে।

এখানে সারা বছর ধরে কিছু মানুষ আসেন। এটি অজয় ও কুমুদ নদীর সঙ্গমস্থল। এই গ্রামে এসে মনে হতে পারে এটি একটি ছোট দ্বীপ। গ্রাম্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নানা ধরনের পাখির কলতানে মুখরিত এলাকা। নদীর ধারে চরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানান রঙের বিচিত্র পাখি। সামনে বিশাল বালির চর সহ নানান গাছ-গাছালি। সরকারের পর্যটন বিভাগ কোগ্রামকে নানা ভাবে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। পর্যটকরা অনায়াসে এই সুন্দর পরিবেশে এক দু'দিন কাটাতে পারেন। কাছাকাছি থানা, বি.ডি.ও অফিস, নতুনহাট বড় বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে সহজেই বর্ধমান, গুসকরা, কাটোয়া, সিউড়ি, দুর্গাপুর, বোলপুর যাতায়াত করা যায়। কাছেই আছে উজ্জয়িনীর কিছু অংশ। প্রচারের আলোয় এনে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুললে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে।

চিতার আতঙ্কে উদ্বিগ্ন ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা

বার্তা প্রতিনিধি: ভুটান সীমান্তের সংকোশ নদী থেকে নেপাল সীমান্তের মেচি নদী পর্যন্ত তরাই ও ডুয়ার্সের প্রায় প্রতিটি চা বাগানেই দাঁতাল হাতিদের দৌরাত্ম্যে বনবস্তি, চা-বাগানের মানুষ জেরবার। এর পাশাপাশি চিতা বাঘের আক্রমণেও মানুষ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তারাই অঞ্চলে কম হলেও বিশেষ করে ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিনই সাধারণ মানুষকে চিতা বাঘের আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে।

চিতা বাঘের আতঙ্কে চা-শ্রমিকরা আতঙ্কিত হওয়ায় চা-বাগানে ধীরে ধীরে উৎপাদনও কমতে শুরু করেছে। অনেক শ্রমিক পাতা তোলার কাজ করতে চাইছেন না। ফলে বাগান কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়ছেন। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর ৩৫ জনেরও বেশি মানুষ জখম হয়েছেন চিতা বাঘের আক্রমণে। বন দপ্তরের প্রচেষ্টায় ৮/১০ টি চিতাকে বন্দি করা হয়েছে। বনবস্তি, চা-বাগান, গ্রামাঞ্চল, চা-শ্রমিক আবাস থেকে প্রতিদিন গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের ভয়ে চা-শ্রমিকরা নিয়মিত কাজে যোগদান করতে পারছেন না। ফলে তারা হাজিরা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মাসের শেষে 'তালাব'ও কম পাচ্ছেন। তালাব কম মানে বছর শেষে 'বোনাসও কম।

হাঁসখোয়া চা-বাগানের ৭,৮,৯ নম্বর বিভাগেই চিতা বাঘের আতঙ্ক সবচেয়ে বেশি। সঙ্গতরাম চা-বাগানের অবস্থা সঙ্গীন। মেটেলী-জুরান্তি, ইঙ্গি, আইভিল - এই তিনটি চা-বাগানের সংযোগ স্থানে প্রতিদিনই চিতার দেখা মিলছে বলে জানা গেছে। কালচিনি ব্লকের ভাতখাওয়া, আটিয়াবাড়ী চা-বাগানে চিতার আক্রমণও চলছে লাগাতার।

বনবিভাগের পক্ষ থেকে হাতি ও মানুষের সংঘাত কমাবার

এরপর চারের পাতায়....

পরিবেশ সুরক্ষায় সবুজ মঞ্চের আহ্বান

এ রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু পরিবেশ সমস্যা জমা হয়ে রয়েছে এবং তার তালিকা দিনে দিনে বাড়ছে। বিস্তীর্ণ এলাকায় স্পঞ্জ আয়রনের দূষণে অতিষ্ঠ মানুষ, পশ্চিমাঞ্চলের পাথর খাদানের দৌরাত্মে জীবন-জীবিকা ধ্বংস, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্র রাজ্যের নদীগুলির অবস্থা শোচনীয় - কোথাও গতি অবরুদ্ধ - কোথাও ভাঙনে বিপর্যস্ত, জঙ্গলে আদিবাসীদের অধিকার লঙ্ঘন করে কাঠমাফিয়া এবং চোরাশিকারীদের দাপাদাপি, পাহাড়ে যথেচ্ছ নির্মাণ, সমুদ্র উপকূলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের আইন লঙ্ঘনের স্ফূর্তি, অসংখ্য জলাশয় এবং জলাভূমির উপর জমি-হাঙ্গরদের দখলদারি, গরিব মানুষের ব্যবহৃত জলাশয়গুলিতে যথেচ্ছ দূষণ, শহর এবং গ্রামগুলি আবর্জনায় পুতিগন্ধময়, ভূগর্ভে আর্সেনিক অথবা ফ্লোরাইড, শহরের বাতাসে মাত্রাতিরিক্ত ধূলিকণা এবং আরও কত কী!

পরিবেশের এই সমস্যাগুলি কোনো শৌখিন পরিবেশপ্রেমীর নিসর্গ চর্চার বিষয় নয়, অসংখ্য মানুষের প্রতিদিনের শ্বাস-প্রশ্বাস, মরণ-বাঁচন-জীবিকার সঙ্গে এগুলি যুক্ত। তবুও আমাদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির তালিকায় কিছুতেই তারা স্থান পায় না। স্পঞ্জ আয়রনের দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রকৃত কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিশ্রুতির ১০ বছরেও গড়ে ওঠে না। অসংখ্য জলাশয়-জলাভূমি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর কোনো ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দেখা যায় না। পরিবেশের পক্ষে অনুভূতিপ্রবণ এলাকায় যথেচ্ছ আইন লঙ্ঘনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। নতুন পরিকল্পিত শহর গড়ে উঠলেও তার আবর্জনা কিভাবে ব্যবস্থাপন হবে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা হয় না। কেবলমাত্র বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প, কেন্দ্রীয় তহবিল অথবা আদালতের নির্দেশ এলে পরিবেশ সংরক্ষণের বা উন্নয়নের কিছু কিছু উদ্যোগ শুরু হয় এবং তা অচিরেই অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে। সেভাবেই গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধের সমস্ত ব্যবস্থা জলে যায়। পুরসভাগুলির জঞ্জাল থেকে সার তৈরির কারখানা আবর্জনার বিকল্প স্তূপে পরিণত হয়। রাতের শহরে বেআইনী গাড়ী যথেচ্ছ ধোঁয়া ওড়ায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাতাসে দূষণ মাপার নিয়মিত ব্যবস্থা যেটুকু বা ছিল, তা বন্ধ হয়ে যায়। নিয়মিত শুনানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে অভিযোগ পৌঁছানোর রাস্তাটুকু বন্ধ।

রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার দৌড়ে না থেকেও বহু সংগঠন, গোষ্ঠী, এলাকার সাধারণ মানুষ এবং অনেক সময় একক ব্যক্তি এইসব দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেষ্টা করছেন। আবেদন, নিবেদন, বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, তথ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমে সত্য জনসমক্ষে আনা, বেসরকারি গবেষণাপত্র প্রকাশ, সভা-সমাবেশ, সীমিত আর্থিক পুঁজি এবং ক্ষমতা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া, অনেক সময় আদালতের ইতিবাচক নির্দেশ পাওয়ার পরেও তা প্রয়োগ করার জন্য আবার আবেদন-নিবেদন করা-এরকম নানা প্রচেষ্টা নিয়েও দেখা যাচ্ছে রাজ্যে পরিবেশের চালচিত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন আসছে না। এই অবস্থায় পরিবেশ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছেন 'সবুজ মঞ্চ'। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যে সমস্ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তি পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের কাছে পৌঁছানোই সবুজ মঞ্চের উদ্দেশ্য। পারস্পরিক আদান-প্রদান ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ণয় করে, পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে যৌথভাবে তুলে ধরা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্যোগ নেবে এই মঞ্চ। যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ সমস্যাগুলির সমাধান করার প্রয়াস নেওয়া ছাড়াও এই মঞ্চ উদ্যোগ নিয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় ভগবতীপ্রসাদ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে একটি বেসরকারি তথ্যানুসন্ধানী কমিশন গড়ে তুলতে। পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলির শুনানি হয় এই কমিশনের বিভিন্ন বৈঠকে। ২০১২ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর- এর মধ্যে কমিশনের তিনটি শুনানি কলকাতায় এবং একটি শুনানি শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই মঞ্চ গড়ে তোলার প্রধান উদ্দেশ্য হল -

- **পরিবেশ নীতি ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিচ্যুতি তুলে ধরা।**
- **পরিবেশ আইনের ইচ্ছামতো লঙ্ঘনের বিরোধিতা করা।**
- **সরকারকে পরিবেশের বিষয়ে সঠিক অবস্থান নিতে সহায়তা করা।**
- **এবিষয়ে নাগরিক সচেতনতা, সক্রিয়তা ও বিশেষ করে নজরদারী বাড়ানো।**
- **গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সাধারণের সামনে সঠিক লিপিকরণ সহকারে আনা।**
- **এই মঞ্চকে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলির কাছে একটি সম্মিলিত আওয়াজ তোলার পন্থা ও ভাবনা চিন্তার আদান-প্রদানের ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা।**

এই মঞ্চ ২০০৯-এ যাত্রা শুরু করার পর যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেগুলি হল-

- **স্পঞ্জ আয়রন দূষণ এবং যান দূষণের প্রতিবাদ করা।**
- **২০১১ সালের জুন মাসে ১০জন পরিবেশবিদের একটি দল নিয়ে নতুন পরিবেশমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের প্রধান পরিবেশ সমস্যাগুলি তুলে ধরা।**
- **জলাভূমি, জলাশয় বুজিয়ে নির্মাণ, সবুজ ধ্বংস, তটভূমি জুড়ে বেআইনী নির্মাণ, শব্দ নিয়ম ভাঙার প্রতিবাদ করা।**
- **কালীপূজার সময় সারা রাত রাস্তায় নেমে শব্দ দূষণের ঘটনা রেকর্ড করা ও অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা এবং কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।**

গত ৪ আগস্ট ২০১২ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ও আরও ১১ জন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে রাজ্যে গড়ে উঠেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট নন অফিসিয়াল (WEST BENGAL FACT FINDING COMMISSION ON ENVIRONMENT) (NON - OFFICIAL)।

কমিশন পরিবেশের বিভিন্ন আইন ভাঙার অভিযোগ নিয়ে শুনানির মাধ্যমে রিপোর্ট তৈরি করবে ও সবুজ মঞ্চ সেই রিপোর্ট সরকার ও সাধারণ মানুষের সামনে আনবে এবং প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হবে।

রাজ্যে এবং সম্ভবত দেশে প্রথম তৈরি এই ধরনের স্থায়ী কমিশন সবার সহযোগিতা চায়।

যোগাযোগ

আহ্বায়ক, সবুজ মঞ্চ
১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, রুম নং - ৭
কোলকাতা - ৭০০০৮৫ (প্রযত্নে: নাগরিক মঞ্চ)
ফোন ও ফ্যাক্স - ২৩৭৩১৯২১, ই-মেল: wbffc77@yahoo.com

মধু প্রক্রিয়াকরণে ফেসিলিটি সেন্টার

রাজীব চৌধুরী: উৎপাদিত মধু বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে বাজারজাত করার জন্য পুরাতন মালদহের সাহাপুরের চর কাদিপুরে তৈরি হচ্ছে কমন ফেসিলিটি সেন্টার। মৌমাছি পালকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজ ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (এম.এস.ই.সি.ডি.পি) আওতায় এই কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা শিল্প কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, এই কেন্দ্রটি গড়ে উঠলে এক হাজারেরও বেশি মৌমাছি পালক উপকৃত হবেন।

মৌমাছি পালকদের জন্য কমন ফেলিসিটি সেন্টার প্রকল্পটি গড়ার ব্যাপারে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে বেশ কয়েক মাস আগে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজ দপ্তর প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়ে ৭৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। শীঘ্রই পুরাতন মালদহ ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চর কাদিরপুর গ্রামে এই প্রকল্পটি তৈরির কাজ শুরু হবে। সেন্টারটিতে মধু পালকদের সংগ্রহ করা মধুর পরীক্ষা, মধুর প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং-এর ব্যবস্থা থাকবে। ইতিমধ্যে পুরাতন মালদহের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০০ মৌমাছি পালকদের নিয়ে 'মালদহ বি কিপিং অ্যান্ড হানি প্রসেসিং ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' গঠিত হয়েছে। ধীরে ধীরে জেলার সব মৌমাছি

পালকদের সদস্য করে নেওয়া হবে। সোসাইটির সদস্যরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবেন। প্রকল্পটি চালু হলে উন্নত মানের মধু পাওয়া যাবে। মৌমাছি পালকরা উৎপাদিত মধুর ন্যায্য দাম পাবেন। বিদেশেও তা রপ্তানির সুযোগ থাকবে।

উল্লেখ্য জেলায় ১০০০ এরও বেশি মৌমাছি পালক রয়েছেন। ৬০০ মৌমাছি পালক রয়েছেন পুরাতন মালদহ ব্লকেই। বাকিরা কালিয়াচক, মানিকচক, ইংরেজবাজার প্রভৃতি ব্লকে ছড়িয়ে রয়েছেন। মূলত: আম, লিচু বাগানে বিশেষ বাক্স বসিয়ে এই মৌমাছি চাষ করা হয়। জেলায় ইতিমধ্যে ৪৭৬ টি বি কিপিং অ্যান্ড হানি প্রসেসিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেগুলি একেবারেই ছোট। পালকরা বেশির ভাগই দাদন নিয়ে মৌমাছি পালন করেন। এতে লাভের একটা বড় অংশ সুদ দিতেই চলে যায়। প্রকল্পটি চালু হলে সেই সমস্যা অনেকাংশেই মিটে যাবে বলে মনে করেন মৌমাছি পালকরা।

তিনের পাতার পর.....

চিতার আতঙ্কে

লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে যতটা সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত তার বিন্দুবিসর্গও চিতা বাঘ মানুষের লড়াই কমাতে নেওয়া হয়নি। যার জন্য মানুষ চিতার সংঘাত দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে ও চা-বাগান এলাকায় চিতা বাঘের বসতি রয়েছে। চিতার আক্রমণে তরাই ও ডুয়ার্সে অনেকেই পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। এলাকায় হাত ও কান কাটা এমন মানুষেরও দেখা পাওয়া যাবে যারা চিতার সঙ্গে লড়াই করে প্রাণে বেঁচেছেন। চিতার লোকালয়ে চলে আসার একটা বড় কারণ হল, চোরা শিকারীরা বনাঞ্চল কেটে সাফ করার ফলে চিতার খাবার স্বাভাবিকভাবে অনেকটাই কমে গেছে। তাই তারা খাবারের খোঁজে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। মাফিয়াদের জঙ্গল লুঠ, চিতার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি সব কিছু নিয়েই উদ্বিগ্ন বনদপ্তর ও চা-বাগান এলাকার মানুষ।

এই অবস্থার হাল ফেরাতে জঙ্গল বাঁচানোর উপর জোর দিতে হবে। নতুন করে ঘন অরণ্য তৈরি করতে হবে। হাতি, চিতা সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের খাবারের দিকে নজর দিতে হবে বনদপ্তরকে। তাহলেই এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে বলে অনেকের অভিমত।

পুরুলিয়া জেলার স্বনির্ভর চিত্র

কোথায় দাঁড়িয়ে খটঙ্গা জাহের বুড়ি কল্যাণ মহিলা সমিতি

দলের নাম:	**জাহের বুড়ি কল্যাণ মহিলা সমিতি।**
দলের ঠিকানা:	**খটঙ্গা সংসদ, চিতমু গ্রাম পঞ্চায়েত, ঝালদা ২ ব্লক।**
দল গঠনের তাং:	**১৪ই জানুয়ারি ২০০৮ ইং।**
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার তারিখ:	**৪ ঠা মার্চ ২০০৮ ইং।**
দলের সদস্য সংখ্যা:	**১৮ জন**
মাসিক সঞ্চয়:	**সদস্য প্রতি ৩০ টাকা**
দলনেত্রীর নাম:	**প্রথমী হাঁসদা**
প্রতি সদস্যের সঞ্চয়:	**১৯৩০ টাকা**
প্রথম গ্রেডিং এ কত টাকা পাওয়া গেছে:	**৩০০০০ টাকা**
মোট টাকার পরিমাণ:	**৩৪৭৪০ টাকা**
গ্রুপ ফান্ডে কত টাকা আছে:	**৭০৪২ টাকা**
ব্যাংকে জমানো আছে:	**৫৬১৮ টাকা**

বর্তমানে সদস্যরা কি ধরনের ব্যবসা করছেন: ২০১২ সালে জানুয়ারি মাসে ধানভানা মেশিন কিনে ধান ভাঙ্গার কাজ করছেন। এই কাজের জন্য একজন মিস্ত্রি রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্যাংক লোন ২১ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। স্প্রে মেশিন ভাড়া দিয়ে ১২০০ টাকা আয় হয়েছে। পতিত জমি চাষ করে ২০১১ ও ২০১২ সালে ২ কুইন্টাল কুলতি কলাই, ৫০ কেজি টক কুদরুম, ১ কুইন্টাল কলাই বিক্রি করে ১৫০০০ টাকা দলের তহবিলে জমা করেছে। ২০১২ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০ হাজার গাছের চারা বিক্রি করে ৩০০০০ টাকা আয় করেছে। দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেক সদস্য ঐ টাকায় একটি করে ছাগল কিনেছে। খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁস পালন করে ৭ টি পরিবার প্রতিদিন ৩০ টাকা আয় করেছে।

♦ **দলের সামাজিক কাজ:** দল থেকে গরীব মানুষের মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করা হয়েছে। অসুখে সাহায্য করা হয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সচেতন করা হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। সদস্যরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন এবং বধূ নির্যাতনের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছেন। অনেক ক্ষেত্রে মীমাংসা করে বিরোধও মিটিয়ে দিয়েছেন।

♦ **বর্তমানে সদস্যরা কি কাজ করছেন:** মহিলাদের জোটবদ্ধ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। সামাজিক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

♦ **দল করে সদস্যদের কি উপকার হয়েছে:** সদস্যদের সাহস বেড়েছে। বাড়ীর বাইরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। উপসংঘের সদস্য পদ লাভ করা সম্ভব হয়েছে। সদস্যরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আগে যে সমস্যা ছিল সেটা এখন অনেকটা কমেছে। কারণ বাড়ীর আর্থিক অবস্থা ভাল হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্তা ব্যক্তিদের সাথে মিটিং করে অনেক কিছু জানতে পারছেন। এর ফলে কাজের ক্ষেত্রেও তাদের সুবিধা হয়েছে। স্বনির্ভর দল গঠনের মধ্য দিয়ে সদস্যদের আর্থ সামাজিক উন্নতির কথা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহেশ্বর সরেন

প্রথম পাতার পর...

তাঁতশিল্পীরা ঋণ মকুবের আশায়

ক্ষেত্রে তাঁতশিল্পীরা ব্যাঙ্কে গিয়ে সাদা কাগজে দরখাস্ত করবেন। দরখাস্ত করার ১০ দিনের মধ্যেই ঋণ মকুবের সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন তাঁতশিল্পীরা। ঋণ মকুবের পর পুনরায় তারা লোন নিতে পারবেন। নাবার্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজ করবে। এ বিষয়ে রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে এই বিষয়ে প্রচার করার কাজ চলছে। দূরদর্শন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ও হোর্ডিং এর মাধ্যমে প্রান্তিক তাঁতশিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার প্রত্যেক ব্লকের বি ডি ও-দের এই মর্মে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক তাঁতশিল্পীরা এর ফলে উপকৃত হবেন। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের বস্ত্রশিল্প অধিকর্তা সুদীপ ঘোষ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ৮০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারের ২০ শতাংশ টাকায় এই ঋণ মকুবের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় তাঁতশিল্পীদের বকেয়া থাকার কারণে তারা নতুন করে ঋণ নিতে পারছিলেন না। এর ফলে তাঁতশিল্পীরা সমস্যায় পড়ছিলেন। এই সমস্ত তাঁতশিল্পীদের চিহ্নিতকরণের কাজ এখন জোর কদমে চলছে।

প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গরু-ছাগলও

রাজীব চৌধুরী: স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হাজির গরু-ছাগলও। তবে তারা শিক্ষা নিতে আসেনি। তারা এসেছে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিতে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে এভাবে চলছে মালদহ জেলার মানিকচকের জোতপাট্টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন।মালদহ জেলায় প্রতি বছরের সমস্যা হল ভাঙন। বর্ষা শুরু হতেই ভাঙন দেখা দেয় মানিকচকের নদী সংলগ্ন জোতপাট্টা এলাকায়। ২০০৯ সালে মানিকচকের জোতপাট্টা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গঙ্গার রোষের মুখে পড়ে। তাই তড়িঘড়ি ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ স্কুলের যাবতীয় আসবাবপত্র নিলামের ডাক দেয়। এদিকে দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেলেও খোলা আকাশের নীচে চলছে ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠন। স্কুলের বর্তমান ঠিকানা জোতপাট্টা বাঁধ। এই বাঁধ দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে। সেই বাঁধের উপর খোলা আকাশের নীচে একদিকে বসে রয়েছে গরু-ছাগল, অন্যদিকে কচি-কাঁচাদের পড়াশোনা চলছে। এরই মাঝে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সাইকেল আরোহীরা। এমনভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করাতে তিতিবিরক্ত শিক্ষকরাও। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বারবার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি, ক্ষোভের সঙ্গে বললেন বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। শিক্ষকের সুরে সুর মিলিয়েছেন এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমা মন্ডল। তিনি বলেন, প্রশাসনকে এ বিষয়ে জানিয়েও কিছু ফল হয়নি। কথা প্রসঙ্গে জনৈক অভিভাবক জানান, এইভাবে যদি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা চলে তাহলে খুদে পড়ুয়ারা শিক্ষা থেকে আগ্রহ হারাবে।

কমছে এইড্স আক্রান্তের সংখ্যা

বার্তা প্রতিনিধি: গত দশ বছরে সারা দেশে এইচ আই ভি এইড্স আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭ শতাংশ কমেছে বলে দাবী করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এও বলেন, আক্রান্তের হার ও মৃত্যুহার শূন্যে নামিয়ে না আনা পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। ন্যাশানাল এইড্স কন্ট্রোল অরগানাইজেশন (ন্যাকো) এই হার ক্রমশ কমিয়ে আনতে চায়। তাই এইড্স রুখতে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক নয়, প্রতিরক্ষা, নারীও শিশু কল্যাণ এবং পঞ্চায়েতী রাজ প্রভৃতি দপ্তরকেও এর সাথে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এইড্স সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ২০০০ সালে ভারতে এইড্স আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কের হার ছিল যেখানে ০.৪০ শতাংশ, ২০১১ সালে তা নেমে এসেছে ০.২৭ শতাংশে। ২০০৬ সালে সারা দেশে যেখানে এইড্স সংক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৩.১ লক্ষ সেখানে গত ৫ বছরে তা কমে ২১ লক্ষে নেমে এসেছে। তবে সংক্রমণ থেকে শুরু করে আক্রান্ত ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে সংখ্যাটা শূন্য করাই আমাদের লক্ষ্য। সহস্রাব্দের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ এম ডি জি তেও ২০১৫ সালের মধ্যে এইড্সে মৃত্যুহার শূন্যে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম পাতার পর...

কর্মবীর সম্মান

পাঁচটি জেলার ৪৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় চার হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সংগঠিত করে পঞ্চায়েতী রাজের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অন্তত: ৪০ হাজার পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে দীর্ঘদিন ধরে কাজের সুবাদেই এই স্বীকৃতি। এই বিভাগের পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন মেরী কম, হোপ কোলকাতা ফাউন্ডেশনের গীতা ভেঙ্কটকৃষ্ণণ, প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ওয়াই এস কুরেশি প্রমুখ।

প্রথম পাতার পর...

সচেতনতা অভিযান

তিনি এই চেতনা অভিযানের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন। দক্ষিণ রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অমর হালদার অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের দাবী দাওয়া আদায় করার উপর গুরুত্ব দেন। জরি শ্রমিক, দর্জি শ্রমিক, মুটে শ্রমিক, মৎস্যজীবী , বিড়ি শ্রমিক, ভ্যান চালক সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ এই চেতনা অভিযানে অংশ নেন।

এদিকে উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিকার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে কালীতলা প্রাইমারী স্কুলে অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫০ জন পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক এই সভায় অংশ নেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সহকারী তথ্য কমিশনার এই সচেতনতা সভায় অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরিষেবাগুলি তুলে ধরেন। অসংগঠিত শ্রমিকরা যাতে সাসফাউ এ তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন তার জন্য শ্রম দপ্তরএই ব্লকে তিনটি শিবির সংগঠিত করবে বলে জানান।

চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিকার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষে তহমিনা বেগম অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার উপর বিশেষ জোর দেন।

প্রথম পাতার পর...

গনেশ ডোমের স্বপ্ন

পাঠানো সম্ভব হয়নি। ছেলের বড় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন মা লক্ষী দেবীর মনেও ছাপ ফেলেছে। মা বল ছুঁড়ে ছেলেকে ব্যাটিংয়ে উৎসাহ দেন।

গনেশের উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, পেটানো চেহারা, বাঁহাতি ব্যাটসম্যান, তবে বল করে ডান হাতে, লেগ স্পিনার। ২০০৯ সালে সি এ বি'র আন্ত:জেলা ক্রিকেটে গনেশ চমৎকার খেলেছিল। গনেশের এখন বুক ভরা আশা। সে কোলকাতায় আসন্ন মরশুমে ভাল খেলার চেষ্টা করছে। তাকে যে অনেক বড় ক্রিকেটার হতে হবে। গনেশের ক্রিকেট কিটস বলতে প্যাড, জুতো ও পোশাক রয়েছে। তাও এগুলো কিনে দিয়েছেন ভৈরব রায়। অভাবকে দূরে ফেলে বাকি সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করে সে খেলতে যায়। রাজ্য শিবির বরুন বর্মনের কাছেও গনেশ তালিম পেয়েছে। ছ'বছর আগে বার্ণপুরে কমলেন্দু মিশ্রর কাছে প্রথম পাঠ নিয়েছিল গনেশ। গনেশ হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনে রাত কাটিয়েছে। সে কষ্ট করে যে লড়াকু মন তৈরি করেছে প্রচন্ড আর্থিক কষ্টের মধ্যেও তা ভেঙ্গে পড়েনি। ডোমের কাজ করে অর্থ রোজগার করেই খেলা চালাচ্ছে সে। তাই শুধু খেলা নয়, সংসারে ছয় জনের মুখে অন্ন যোগাতে ডোমের কাজটিই তার কাছে প্রধান। কখনও কখনও খেলার মাঝেই বাবার ডাক পড়ে। 'গনেশ শ্মশান ঘাটে চলে এসো, কারণ শ্মশানে মৃতদেহ এসেছে'। বাবার ডাক পেয়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু মনটা পড়ে থাকে মাঠে। দারিদ্রকে ওভার বাউন্ডারি মেরে নাগালের বাইরে পাঠাতে আরও কিছু বল তো লাগবেই।

চাষবাসের কথা

১০০ দিনের কাজে এবার কলা চাষ

রাজীব চৌধুরী: পুকুর খনন, রাস্তা মেরামত, বনসৃজন এই চেনা শ্রম তালিকায় এবার একশ' দিনের কাজে নতুন সংযোজন কলা চাষ। একশ' দিনের কাজে শ্রম দিবস বাড়াতে এ ধরনের নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে রাজ্যের উদ্যান পালন মন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, একশ' দিনের কাজে এমন ব্যক্তিগত লাভজনক প্রকল্প এই প্রথম। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জেলার ৯টি ব্লকের সাত হাজার কৃষককে কলা চাষের জন্য উন্নত মানের চারা ও সার দেওয়া হবে। চাষ করার জন্য ৬০ দিনের মজুরিও দেওয়া হবে। উদ্যোগ সফল হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই প্রকল্প শুরু হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ওই প্রকল্পটি তৈরি করেছেন উদ্যান পালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা শুভদীপ নাথ। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত লাভজনক এই প্রকল্পে একই সঙ্গে উৎসাহী হবেন ছোট কৃষকেরাও। পাশাপাশি জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্পে মূল শ্রম দিবসও এতে বাড়ানো সম্ভব হবে।

এই প্রকল্পের উপভোক্তা হতে গেলে লাগবে শুধু নিজস্ব পাঁচ কাঠা জমি। চাষী তার পাঁচ কাঠা জমিতে কলা চাষ করবেন। এর জন্য ওই কৃষককে বিনামূল্যে ১০০টি উন্নত মানের কলার চারা ও সার দেওয়া হবে। এছাড়াও এই কলা বাগান তৈরির জন্য কৃষক পাবেন দৈনিক ১৩৬ টাকা হিসাবে ৬০ দিনের মজুরি। এই মজুরির টাকা দেওয়া হবে একশ' দিনের কাজের প্রকল্প থেকে। উদ্যান পালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানান, প্রাথমিকভাবে কলা চাষকে বেছে নেওয়া হলেও পরে লেবু, বিদেশী কুল, পেঁপে সহ বিভিন্ন ফল চাষেও উৎসাহিত করা হবে চাষীদের। প্রাথমিকভাবে এমনই আটটি ফলকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে জেলায় যে ফলের চাষ ভালো হয়, সেখানে সেই ফলের চাষ করতে উৎসাহিত করা হবে চাষীদের। একশ' দিনের কাজে কলা চাষ প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের কয়েকজন পেয়ারা চাষীর সঙ্গে। তারা সকলেই সরকারের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। পেয়ারা চাষী বিশ্বনাথ মন্ডল বলেন, সরকার যদি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্ষেত্রে একশ' দিনের কাজে পেয়ারা চাষে সাহায্য করে তাহলে বহু পেয়ারা চাষী উপকৃত হবেন।

কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির

বার্তা প্রতিনিধি: পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লকের জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধবনী সংসদের ৩০ জন চাষীকে নিয়ে লোক কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে সম্প্রতি ধবনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুর ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক চাষীদের মরসুম ভিত্তিক চাষ পদ্ধতি, ফসলের রোগ পোকা আক্রমণ ও তার প্রতিকারে জৈব ও রাসায়নিক উপায়সমূহ বুঝিয়ে বলেন। তিনি 'শ্রী' পদ্ধতিতে ধান চাষ এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এর ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করেন। শস্যের রোগ পোকা দমনে তিনি নিমের খৈল এবং নিম তেল ব্যবহারের উপর জোর দেন।

কলাগাছের খোল থেকে সুতো তৈরির উদ্যোগ

বার্তা প্রতিনিধি: গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে কলাগাছ রয়েছে। কলাগাছের পাতা, থোড়, মোচার প্রায় প্রতিটি অংশই কাজে লাগে। শুধু কলার খোলই ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের হাত ধরে সেই খোল থেকেই সুতো বার করে তৈরি হচ্ছে শাড়ি, ব্যাগ, কাগজ সহ নানান সামগ্রী। তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে কলাগাছের খোল থেকে সুতো তৈরি করা হচ্ছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত হুগলী-নদিয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কলা চাষ হয়। সিঙ্গুর, বলাগড়, চুঁচূড়া , খগরা প্রভৃতি ব্লকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কলা চাষ হয়। একবার ফলনের পরই গাছ কেটে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু কেটে ফেলা কলাগাছ থেকেই সুতো তৈরি হলে নতুন শিল্পের সন্ধান পাওয়া যাবে। অপ্রয়োজনীয় কলার খোল কোনও কাজে লাগে না। ফলে কাঁচামালের সংস্থান সহজেই মিলবে। আর একাজে যদি মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগানো যায় তাহলে তারাও স্বনির্ভর হওয়ার একটা পথ খুঁজে পাবে।

এই সুতো বার করার জন্য বিশেষ এক ধরনের মেশিন প্রয়োজন। যার নাম ব্যানানা ফাইবার এক্সট্রাক্টর মেশিন। এক অশ্বশক্তি সম্পন্ন এই মেশিনের দাম প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। কলা গাছের খোল থেকে সুতো তৈরি প্রসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লোক কল্যাণ পরিষদের ডিরেক্টর ড: বিবেকানন্দ সান্যাল বলেন, 'নারকেলের ছোবরা এমনকি সুপারির ত্বক/খোসা থেকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস বহুদিন আগে থেকেই তৈরি হচ্ছে। তবে কলার খোসা থেকে সুতো তৈরি একেবারেই নতুন উদ্যোগ। সুপারির ডেগো/পাতা থেকে প্লেট ও বাটি তৈরির মেশিন বাজারে আছে। কাজটি তেমন এগোয়নি। এ ধরনের উদ্যোগগুলিকে নিয়ে এগিয়ে চলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রতি সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে বহু গ্রামীণ পরিবার উপকৃত হবে।'

সুন্দরবনের মাছ চাষ দেখলেন বিদেশী প্রতিনিধি দল

বার্তা প্রতিনিধি: বিদেশের বাজারে সুন্দরবনের চিংড়ি কাঁকড়ার খুবই কদর। সুন্দরবন এলাকার মাছ চাষ সম্পর্কে জানতে সুদূর কম্বোডিয়া থেকে ১১ সদস্যের একদল মৎস্যবিজ্ঞানী গত মাসে হাজির হয়েছিলেন সুন্দরবনে। এই প্রতিনিধি দলটি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন মৎস্য গবেষণাগার ও বীজ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাঁরা বাসন্তীর ঝড়খালি, গোসাবা এলাকায় নোনাজলে মাছ চাষের এলাকাগুলিও ঘুরে দেখেন। চাষীদের কাছ থেকে উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। 'পশ্চিমবঙ্গ ইউনিভারসিটি অফ অ্যানিম্যাল এন্ড ফিসারি সায়েন্স' এর বিজ্ঞানী রমন কুমার ত্রিবেদী, বিমল কিঙ্কর চাঁদ প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা প্রতিনিধি দলকে এখানকার মাছ চাষ সম্পর্কে অবহিত করেন। বিদেশী প্রতিনিধি দলটির নেতৃত্বে ছিলেন কম্বোডিয়া সরকারের মৎস্য বিজ্ঞানী হাভ বিশেথ এবং 'জাপান ইন্টারন্যাশানাল কর্পোরেশন এজেন্সী'(জাইনকা)-র প্রতিনিধি মাতো সাকাতো। বিশেষজ্ঞরা ব্যারাকপুর, নৈহাটি, মুদিয়ালি, নীলগঞ্জ, পৈলান প্রভৃতি এলাকা ঘুরে দেখেন। এখানে কীভাবে মাছ চাষ হচ্ছে, তা দেখে তাঁরা হাতে কলমেও কিছুটা শেখার চেষ্টা করেন।

এ প্রসঙ্গে হাভ বিশেথ জানান, 'আমাদের দেশ খুব ছোট। মাছের চাহিদা বেশি। কিন্তু উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ হয় না। ফলন কম। দ্রুত এবং আধুনিক মাছ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে এখান থেকে অনেক কিছু জেনেছি। এই পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রয়োগ করবো'। ইউনিভার্সিটি অব ফিসারি সায়েন্সের অধ্যাপক রমণ কুমার ত্রিবেদী জানান, 'আমরা রাজ্যে মিষ্টি জলে মাছ চাষের বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। আয়লার পর সুন্দরবনের পুকুর-খালে নোনা জল ঢুকে জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই নোনাজলে মাছ চাষ করার ব্যাপারে চাষীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। কম্বোডিয়া সরকার যদি চায় আমরাও তাদের সাহায্য করতে রাজি আছি'। মাতো সাকাতো জানান, 'আমাদের সংস্থা বিভিন্ন দেশের উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য করে থাকে। কম্বোডিয়া সরকারকে মাছ চাষের ব্যাপারে আমরা আর্থিক সাহায্য করছি। আমরা চাই সুন্দরবনের প্রযুক্তি নিয়ে ওই দেশ মাছ চাষ করে আরও উন্নত হোক।'

GOVT. OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER
DOMJUR I.C.D.S. PROJECT, HOWRAH

Memo No. 377/ I.C.D.S./ Domjur Dated- 24/12/2012

RE- TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from bonafide contractors. Wholesale consumers cooperative societies, Self Help Groups and Registered SSI units for storing and carrying dietary articles viz, Boiled rice, Musur dal, mustard oil, Iodized salt and other items for all the Anganwadi Centres of Domjur I.C.D.S. Project, Howrah for a period of one year. For details contact the office of the undersigned from 31.12.2012 to 07.01.2013.

Sd/-
Child Development Project officer
Domjur I.C.D.S. Project, Howrah

Memo No. 1095 (2) Howrah Zilla info. Dated 26.12.12

দু'য়ের পাতার পর...

জননী সংঘের পরিকল্পনা

সংসদ ভিত্তিক সচেতনতা শিবির সহ প্রাণী টিকাকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে শুধু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরাই নয়, স্থানীয় গরীব মানুষরাও যথেষ্ট উপকৃত হবে। জননী সংঘ তাদের এই পরিকল্পনা রূপায়ণে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাহায্য নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা, মুদিখানা/স্টেশনারী দোকান, ধূপকাঠি তৈরি, গুঁড়ো মশলার ব্যবসা, ঠোঙা তৈরির ব্যবসা, ডেকরেটার্সের ব্যবসা, টেলারিং প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ, প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতার ব্যাপারেও পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পদাধিকারীদের দল পরিচালনা, খাতাপত্র লেখা, গ্রেডিং ইত্যাদি এবং সংঘের পদাধিকারীদের সংঘ পরিচালনা, খাতাপত্র লেখা প্রভৃতিরও যথাযথ পরিকল্পনা করা হয়েছে। বালিতোড়া জননী সংঘের পরিকল্পনায় সারা বছরই নতুন গোষ্ঠী গঠনের ভাবনা আছে। তাছাড়া, বাৎসরিক পরিকল্পনার মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেলা, শীতকালীন ক্রীড়ানুষ্ঠান (স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য), 'নারী দিবস পালন' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলিও তুলে আনা হয়েছে। পরিকল্পনাকে ১২টি ভাগে ভাগ করে তারা সারা বছর জুড়ে কর্মসূচি রূপায়ণের ধারাকে অব্যাহত রাখতে চায়। বালিতোড়া জননী সংঘ তাদের এই পরিকল্পনার সার্বিক রূপায়ণে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, ডি আর ডি সি, ব্লক কৃষি ও প্রাণী দপ্তরকে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর।

জননী সংঘের পাঁচ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সাঁতুড়ি ব্লকের বিডিও জানান, পরিকল্পনা হাতে পেয়েছি। ডি আর ডি সি'র প্রকল্প আধিকারিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। দেখে ভাল লাগলো যে, মহিলা পরিচালিত সংঘের পক্ষ থেকে এমন ভাবনা তারা তুলে ধরতে পেরেছেন। এইভাবে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের কাজগুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে করা হলে উপকৃত হবে স্থানীয় মানুষ। এই নতুন পথের দিশা দেখাতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লোক কল্যাণ পরিষদ এবং দামোদর সিমেন্ট ওয়ার্কস যৌথভাবে গোষ্ঠীগুলির পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত